সেবামূলক ক্ষেত্রে জাতীয় নীতি

ভারত সরকারের যোজনা কমিশন
স্বেচ্ছাসেবা কর্ম-কোষ
মে,২০০৭

স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জাতীয় নীতি

পরিকল্পনা কমিশন
স্বেচ্ছাসেবা প্রকল্প-গোষ্ঠী (কোষ)
ভারত সরকার
মে, ২০০৭

জাতীয় কর্মনীতি স্বেচ্ছাসেবা ক্ষেত্র - ২০০৭

এক। প্রস্তাবনা

১।১ এই নীতি একটি প্রতিশ্রুতি যা উৎসাহিত করে, সমর্থ করে, আত্মনির্ভর স্বাধীন, সৃজনশীল, গতিশীল স্বেচ্ছাসেবী ক্ষেত্রকে, বৈচিত্র্যসহ, কর্মব্যস্ততাসহ, যার দ্বারা ভারতের জনগণের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক প্রগতি পরিপূর্ণতা অর্জনে সম্ভব।

১।২ এই স্বেচ্ছাসেবী ক্ষেত্রটি সাম্প্রতিককালে উল্লেখযোগ্যভাবে দারিদ্র্য, বঞ্চনা, বৈষম্য, বর্জনে সহায়ক। এইভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি, সামাজিক বিচলনীয়তা, সেবা প্রদান, প্রশিক্ষণ গবেষণা এবং পরামর্শ দান ক্ষেত্রটি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এইভাবে সমাজসেবা ক্ষেত্রটি একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে জনগণের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক স্থাপন করে। এই প্রকল্প নীতি স্বীকার করে স্বেচ্ছাসেবা ক্ষেত্রটির কর্মক্ষেত্র বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। সরকার নিজের কাজের সাফল্য অর্জনের স্বার্থে এমনকি বেসরকারি ক্ষেত্রগুলি আঞ্চলিক-প্রাদেশিক ও জাতীয় স্তরে এই সেবা সংস্থাগুলির সেবামূলক নীতির গুরুত্ব স্বীকার করে।

দুই। নীতির উদ্দেশ্য

২।১ এই নীতির উদ্দেশ্য সমাজসেবী সংস্থাগুলি Volantary Organizations (VOs) যারা জনসেবায় ব্যস্ত আছে যেমন বর্ণগত, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিগত কর্মক্ষেত্রসমূহে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা। VOs বলতে বোঝায় সংঘবদ্ধ এবং অসংঘবদ্ধ গোষ্ঠী যেমন জাতিভিত্তিক সংগঠন (CBO) বেসরকারি উন্নয়নমূলক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান (NGDO), দাতব্য সংগঠন, সহযোগী সংগঠন (SO), বহু সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন এবং পেশাদারী সদস্যভিত্তিক বিশেষ সেবা প্রতিষ্ঠান।

২।২ এই নীতির এক্তিয়ারভুক্ত সকল VOs নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী —

(ক) তারা ব্যক্তিগত অর্থাৎ সরকার থেকে পৃথক,

(খ) তারা অর্জিত লাভ মালিক বা কর্মকর্তাদের প্রদান করে না,

(গ) তারা স্ব-শাসিত অর্থাৎ সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়,

(ঘ) তারা রেজিস্টার্ড অর্থাৎ নথিভুক্ত সংগঠন বা অসংগঠিত গোষ্ঠী যাদের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও বিধেয় আছে।

তিন। এই নীতির উদ্দেশ্য

৩।১ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি নিম্নে বর্ণিত হল :—

৩।১।১ একটা এমন পরিবেশ তৈরী করা যার দ্বারা তাদের সংস্থা গতিশীল হয়ে ওঠে, সার্থকতা অর্জন করে এবং তাদের স্ব-শাসিত সংস্থার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

৩।১।২ VOs বা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহকে বৈধ আইনগত সম্মতি প্রদান করা, যার দ্বারা প্রয়োজনীয় অর্থ দেশ ও বিদেশ থেকে সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়।

৩।১।৩ এমন কর্ম পদ্ধতি আবিষ্কার করা যার দ্বারা সরকার VOs-দের সঙ্গে পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং দায়িত্ববোধ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বজায় রেখে কাজ করতে পারে।

৩।১।৪ VOs-গুলিকে উৎসাহিত করা যাতে তারা স্বচ্ছ এবং উল্লেখযোগ্য পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করে। নিম্নলিখিত আলোচনার দ্বারা বোধগম্য হবে কেমন করে এই উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব।

চার। স্বেচ্ছাসেবা প্রকল্পের ক্ষেত্রে সুস্থ পরিবেশ স্থাপন আবশ্যক

৪।১ বিভিন্ন VOs এর স্বাধীনতা একমাত্র তাদের পরিবর্ত উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়িত করে জনস্বার্থ বিরোধী সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক জন-বিরোধী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে এবং একই সময়ে দারিদ্র্য-বঞ্চনা এবং সামাজিক সমস্যা দূর করবে। এই প্রসঙ্গে কঠিন সকল আইন, নীতিসমূহ, নিয়ম-পদ্ধতি যা VOs সৃষ্টির অংশ, যার মাধ্যমে তাদের স্বাধিকার রক্ষা করা হয় এবং তাদের কাজের ধারাকে স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা সহজ হয়।

৪।২ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি সোসাইটিরূপে, চ্যারিটেবল ট্রাস্টরূপে অথবা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আইনের চোখে অলাভজনক প্রতিষ্ঠানরূপে নাম নথিভুক্ত করে। ভারতের বহু রাজ্য Societies Registration Act-1860 গ্রহণ করে থাকে কিছু সংশোধনসহ। দাতব্য প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত আইন বিভিন্ন রাজ্যে পৃথক। এই সব পুরানো আইন জটিল, অসম্পূর্ণ এবং সীমাবদ্ধতায় জীর্ণ। এর ফলে কাজে দেরী হয়, জটিলতার জন্ম হয়, হয়রানি এবং দুর্নীতির জন্ম হয়। যদি দাতা-সংস্থাগুলি সরকার এবং স্বেচ্ছাসেবী খাতে যোগসূত্র স্থাপন করে তবে পরিকল্পনা কমিশনের উচিত রাজ্য সরকারগুলিকে বর্তমান আইন সংশোধনে নিয়ম-বিধি সহজ করার জন্য উৎসাহিত করা। এইভাবে

অলাভজনক সংস্থারূপে নাম নথিভুক্ত করানো সম্ভব। Comparies Act (1956) এবং Section -25 সরলীকরণ এবং জনমুখী প্রক্রিয়ায় স্থাপন দ্বারা যেমন লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন এবং সদস্য-কর্মীদের নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত করা সম্ভব।

৪।৩ সরকারের উচিতপরীক্ষা করা Centre Law-সমূহ, যার দ্বারা বিকল্প সর্বভারতীয় মর্যাদা সংগঠনগুলিকে প্রদান করা এবং VOs রেজিস্ট্রেশন করা বিশেষতঃ যারা ভারতের বিভিন্ন অংশে কাজ করে অথবা কাজে আগ্রহী, এমনকি বিদেশেও কাজে ব্যস্ত। এই ধরণের আইনসহ অবস্থান করবে প্রচলিত কেন্দ্র ও রাজ্যের আইনের সঙ্গে যার অনুমোদন একটি বা একাধিক আইনে গন্ডিবদ্ধ হবে এবং কাজের পরিধি ও তৎপরতা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হবে।

৪।৪ স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন ক্ষেত্র নিয়ে বিতর্ক আছে বিশেষতঃ N.G.O.কার্যকলাপ-পরিচালনা-বিশ্বাসযোগ্যতা-গ্রহণযোগ্যতার স্বচ্ছতা বিষয়ে। অনেকেই মনে করে সমাজসেবা ক্ষেত্রে কর্মব্যস্ত সংগঠনগুলি নিজেরাই এই বিষয়ক নিয়ম বেঁধে দিতে পারে। সরকার স্বীকৃতি প্রদান, উৎসাহ দান-এর মাধ্যমে স্বাধীন জাতীয় স্তরে এক Self Regulatary Agency স্বেচ্ছাসেবা ক্ষেত্রে চালু রাখতে পারে।

৪।৫ একই সময়ে জনগণের আস্থাবিশ্বাস জানাবার জন্য সেক্টরে বৃহত্তর জনস্বার্থ বজায় রাখতে হবে। সরকার উৎসাহিত করবে কেন্দ্র ও রাজ্য পর্যায়ে কর্মব্যস্ত VOs-সমূহকে যারা সরকারের বিভিন্ন এজেন্সী থেকে সাহায্য নিচ্ছে এবং জনসেবায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয় করে থাকে। এইসব কাজের বিবরণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে আগ্রহী মানুষ জানতে পারবে। এইভাবে এই সেবা প্রকল্প বিষয়ে অজ্ঞাত দিকগুলির কর্মব্যস্ততা জানবে।

৪।৬ জনগণের দান VO.Sector-এর ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অবদান। এর দ্বারা স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা, তৎপরতা প্রসারিত করা যায়। Tax আদায় প্রক্রিয়া একটি সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে। স্টক এবং শেয়ার ভারতীয় অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। শেয়ার হস্তান্তর, স্টক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের বিবেচনা করা উচিত VOs-দের ক্ষমতা। Tax থেকে মুক্ত হলে এই সংস্থাগুলির Donation সংগ্রহ করা এবং জনস্বার্থে অর্থ ব্যয় সহজতর হবে। Income Tax Act থেকে যদি সমাজসেবী সংস্থাগুলিকে মুক্ত রাখা হয়। একই সঙ্গে সরকারকে নজর রাখতে হবে যাতে সংগৃহীত অর্থ দেশ-বিদেশ থেকে গৃহীত অনুদানের টাকার অপব্যবহার না হয় বা ব্যক্তিগত লাভের পুঁজিতে পরিণত না করা হয় অথবা সেবার নামে লাভজনক ব্যক্তিগত ব্যবসা পরিচালিত না হয়। এরজন্য কঠোর শাস্তিদানের (ফৌজদারী আইনে) এবং কঠোর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

৪।৭ আন্তর্জাতিক অনুদান সমাজসেবী সংগঠনের কাজের ক্ষেত্রে একটি ছোট অথচ ক্রিয়াশীল ভূমিকা গ্রহণ করে দেশীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির কাজে সাহায্য দানের ক্ষেত্রে। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিদেশী অর্থ সাহায্য বা অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের Foreign contribution (Regulation) Act গ্রহণে বাধ্য থাকে। এই আইনের অযথা কঠোরতা, জটিলতা এবং প্রশাসনিক হয়রানির ফলে স্থানীয় VO-সমূহ বিদেশী অনুদান থেকে বঞ্চিত হতে বাধ্য হয়।

যখন বিদেশী অনুদান গ্রহণের সম্মতি পাওয়া যায়, তখনও সমস্যা থেকেই যায় যেমন, ঐ টাকা একটিমাত্র ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে জমা রাখা অথচ প্রতিটি VOs দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কাজে ব্যস্ত থাকে। বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়িত করে, সরকার FCRA মাঝে মাঝেপরীক্ষা করে এই নিয়মবিধিকে সরলীকৃত করবে এবং যৌথ পরামর্শ গোষ্ঠী অর্থাৎ Joint Consultatine group তৈরী করবে আশা করা যায়। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনার দ্বারা এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব।

৪।৮ কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি বহুমুখী দ্বি-মাত্রিক এজেন্সীগুলির জন্য নিয়মবিধি নির্দেশাবলী রচনা করেছে যার দ্বারা VO-গুলিকে প্রত্যক্ষভাবে যারা সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে কর্মরত, তাদের সাহায্য দানের জন্য। এই ধরণের তহবিল গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও উপযুক্ত ব্যয়ের জন্য একদিকে FCRA-এর মাধ্যমে, অন্যদিকে ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে (Department of Economic Affairs) এই উন্নয়ন কর্মসূচী। এই প্রক্রিয়াকে সহজতর ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলার জন্য যৌথ পরামর্শ কমিটি বা গোষ্ঠী গঠন প্রয়োজন, উন্নয়নে যুক্ত মন্ত্রী বিভাগের দ্বারা।

৪।৯ ভারত সরকারের উচিত কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের এজেন্সীগুলিতে সমাজসেবা প্রকল্প সার্থক করে তোলার জন্য চাকুরী পূর্ব এবং চাকুরীকালীন উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা যার দ্বারা সমাজসেবা ক্ষেত্রের সঙ্গে এই কর্মীদের গঠনমূলক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্গত বিষয়গুলি হল, বিভিন্ন অভিযোগ নথিভুক্ত করা এবং দেশের VO-গুলি অর্থাৎ সমাজসেবী সংগঠনগুলির কর্মক্ষেত্রের অসুবিধাসমূহ এবং অভিযোগের দ্রুত নিরসন করা।

পাঁচ। উন্নয়নে অংশীদারিত্ব

৫।১ দেশের উন্নয়ন ধারায় Voluntary Sector এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে বিশেষতঃ Community Participation দ্বারা। VOs বিকল্প কাজের ভবিষ্যৎ, প্রতিশ্রুতি এবং স্থানীয়দের সঙ্গে সমঝোতা অথবা স্থানীয় স্তরে কাজের অসুবিধা, বাধা এবং সবচেয়ে বড় কথা তারা ক্ষমতা রাখে বিভিন্ন সম্প্রদায়-গোষ্ঠীর সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা চালানো বিশেষতঃ যারা বিভিন্ন অসুবিধায় দিন যাপনে বাধ্য হচ্ছে। এই কারণে সরকারি প্রয়াসের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবীদের প্রয়াস যুক্ত হওয়া উচিত। যেখানে সম্ভব এই যৌথ কর্ম প্রয়াস অভিযানে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা, পৌরসভা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি উদ্যোগ সমূহকে যুক্ত করা।

৫।২ সরকার এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের (VOs) অংশীদারিত্বে প্রমাণ করে পরস্পরের সদিচ্ছা এবং কাজের উদ্দেশ্য পরিধি।

পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার মাধ্যমে, দায়িত্ব এবং কর্তৃত্ব ভাগ করে নেওয়া সম্ভব। Formal এবং Informal সহযোগিতার প্রক্রিয়ায় তারা সাক্ষী হতে পারে।

৫।৩ এই নীতি সহযোগিতার ক্ষেত্রে তিনটি দিক্-চিহ্ন নির্ধারণ করে যেমন—

(ক) কেন্দ্র-রাজ্য এবং জেলা স্তরে পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রক্রিয়ার ঘাত-প্রতিঘাত বজায় রাখা,

(খ) দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের ক্ষেত্রে সামাজিক বিচলীয়নার বাধাগুলি দূর করার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপন,

(গ) নির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পের টাকা ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট মানে কর্মসূচী রচনা।

সরকারের উচিত এই তিনটি সহযোগিতার পন্থাগুলি সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য মন্ত্রীমণ্ডলী ও রাজ্যগুলির বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় যথাযোগ্য দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। কিভাবে ঐ তিনটি পথকে সুপরিচালিত করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন।

৫।৪ সরকার সুনিশ্চিত করবে যৌথ পরামর্শ গোষ্ঠী/ফোরাম অথবা যৌথ মন্ত্রী ও স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতিনিধি দ্বারা কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় স্তরে উন্নয়ন পর্ষদ গঠন দ্বারা। জেলা-প্রশাসনকে এবং উৎসাহিত করবে গ্রামীণ জেলা উন্নয়ন এজেন্সীগুলিকে, জেলা পরিষদ ও স্বায়ত্ত-শাসিত গ্রামীণ সংস্থাসমূহকে (গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল পঞ্চায়েত, গ্রাম সভাকে)। এই সকল গোষ্ঠী হবে স্থায়ী Forum যারা চিন্তা-ভাবনা বিনিময় করবে, মতামত জানাবে, তথ্য সংগ্রহ করবে, সুযোগ-সুবিধা ও অসুবিধার ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করবে। একসঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করবে। সরকার প্রয়োগ করবে সহজতর প্রকৌশল (Mechanism) বহু মানুষকে এই সকল কর্মকাণ্ডে যুক্ত করতে প্রয়াসী হবে সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ফোরাম-সমূহকে।

৫।৪।১ স্বেচ্ছাসেবী ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ খুবই প্রয়োজনীয়। এই ক্ষেত্রে পারদর্শী-অভিজ্ঞ VOs-দের কমিটিতে, Task Forces এবং উপদেষ্টামণ্ডলীতে গ্রহণ করা উচিত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের। যার মাধ্যমে সময় মতন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ও বক্তৃতায় অংশ নিতে পারে।

৫।৫ দেশ অসংখ্য সমস্যার মুখোমুখি যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন বহুমুখী-বাস্তবধর্মী ব্যবস্থা, বিশেষতঃ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার জন্য। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য— দারিদ্র দূরীকরণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বনির্ভর উন্নয়ন, মহিলাদের স্বাধিকার স্থাপন, জনসংখ্যার স্থিতি বজায় রাখা, এইড্স্ নিয়ন্ত্রণ, পানীয় জলের উৎস সংরক্ষণ, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, বনসৃজন প্রভৃতি কর্মসূচী। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সরকার ও VOs-গুলির মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী সমন্বয় স্থাপন ও বিশ্বাস স্থাপন প্রয়োজন। বিভিন্ন পথ ও কর্ম পদ্ধতি অনুসরণ করা দরকার যার মাধ্যমে সহজে ও দ্রুত উদ্দেশ্যগুলি চরিতার্থ করা যায়। ভারত সরকার জাতীয় সমন্বয়ের ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করবে এবং VO-সমূহকে সহযোগী অংশীদাররূপে গ্রহণ করে কাজে অগ্রসর হবে। প্রত্যেক জাতীয় কর্মসূচীতে (ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ বা বিকল্প জ্বালানী ব্যবহার) যাইহোক না কেন যোগ্য, অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত VO-গুলির হাতে এই দায়িত্বের কিছু অংশ অর্পণ করবে (ক্ষুদ্র-বৃহৎ যে আয়তনের VO হোক না কেন)। সকল পরিকল্পনায় সরকারকে এই নীতি বজায় রাখার ইচ্ছা ও প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট ভাষায় জানাতে হবে।

৫।৬ সরকারি ও বেসরকারি সমাজসেবা প্রকল্পের ক্ষেত্রে যে অংশীদারিত্ব তৈরী হবে সেখানে তৃতীয় প্রশ্ন Project Funding বা প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ বিষয়। বহু সরকারি সংস্থা বা এজেন্সী অর্থ সাহায্য দানের জন্য VOs-দের আহ্বান জানায়। এই সকল প্রকল্পের মধ্যে আছে — সার্ভে (জরিপ), গবেষণা, ওয়ার্কশপ, ডকুমেন্টেশন, সচেতনতা বিকাশ, প্রশিক্ষণ, সৃষ্টি এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী-সমূহ। Project grants দ্বারা VO-গুলিকে কাজে উৎসাহিত করা যায়, তাদের কাজের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ব্যতীত। যদিও সরকারের উদ্বেগ বৈধ বিবেচিত হয়, মঞ্জুরীকৃত অর্থ সাহায্য কতটা ব্যয় করা হয়েছে এই প্রশ্নে পুরানো আমলের কর্মসূচী ফান্ড খরচের ক্ষেত্রে, সালিশি সমস্যা, অযোগ্য VO-দের হাতে অর্থ প্রদান, নিম্নমানের প্রকল্প রূপায়ণ এবং তহবিলের টাকা তছরূপ এই ফান্ডের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচীকে বিনষ্ট করে। প্রকৃত সৎ উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করে, সঙ্গে যুক্ত সরকারি এজেন্সীগুলির উচিত এই বরাদ্দকৃত অর্থ কিভাবে VO-রা ব্যয় করে চলেছে সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা এবং স্বচ্ছভাবে আয়-ব্যয়ের হিসেবের খাতা নিয়মিত পরীক্ষা করা যা VOs-দের উৎসাহিত করবে সঠিক পথে Public Fund খরচের জন্য।

৫।৬।১ বহু কেন্দ্রীয় এজেন্সী সুফল অর্জন করেছে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে Project Funding-এর ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসরণ করে। বিভিন্ন প্রকল্পকে প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা না করে, তারা স্থানীয়ভাবে অথবা রাজ্য স্তরে কর্মব্যস্ত সংগঠনসমূহকে তাদের পক্ষে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিতে পারে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা আরও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক স্থাপন-পর্যবেক্ষণ-পরিদর্শন-পরীক্ষণ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন VOs-দের পক্ষে সম্ভব। একই ছাতার নীচে VO-দের আনা প্রয়োজন। এর সঙ্গে পেশাদারী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি এজেন্সী, গণ-সংগঠন, Stoke Holder, বহুমুখী স্থায়ী কমিটিকে সঙ্গে নিয়ে চলা দরকার। সরকারের উচিত এই ধরণের বিকেন্দ্রীকৃত ফান্ডের অভিজ্ঞতা মাঝে মাঝে পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় মতামত-সুপারিশ Central Agencies-দের জানানো।

৫।৬।২ এই ক্ষেত্রে বিশ্বাস করা হয় Accreditation of VO দ্বারা আরো উন্নত Funding সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব এবং একইভাবে ফান্ডিং প্রক্রিয়ায় অধিকতর স্বচ্ছতা আনা সম্ভব। এই ধরণের অধিগ্রহণ কর্মসূচী উন্নত পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও VO-দের কার্যকলাপের মান উন্নয়ন সম্ভব। সরকারের উচিত বিভিন্ন এজেন্সীকে উৎসাহিত করা বিশেষতঃ যারা Voluntary Sector-এ কর্মরত। এইভাবে বিকল্প অধিক গ্রহণ পদ্ধতির জন্য সম্ভব। এইভাবে অদূর ভবিষ্যতে বিষয়টি প্রসঙ্গে বিতর্ক এবং সমাজসেবার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা বিশ্বাসযোগ্যতা

প্রতিষ্ঠিত হবে। অবশ্যই সরকারের কাছে VO দ্বারা প্রেরিত আবেদন পত্র (Fund-এর জন্য) বিশেষভাবে বিবেচিত হবে, অনুমোদিত হবে।

ছয় । স্বেচ্ছাসেবা ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করা

৬।১ ভারতীয় সমাজে দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত সেবা-ধর্ম সমগ্র বিশ্বে পরিচিত। যখন কোন সরকার বা শাসক দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে Tax concession প্রদান করে তখন অব্যবহৃত প্রচুর অর্থ-সম্পদ জনসেবায় ব্যয় করা সম্ভব হয়। সরকার সমর্থন করে এবং উৎসাহিত করে পুরাতন প্রতিষ্ঠিত অথবা নতুন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে (Philanthropic Institution) এবং ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির পক্ষে প্রচুর অনুদান প্রদান সম্ভব বিভিন্ন VOs-কে। এই প্রক্রিয়ায় সরকারি ও বেসরকারি অনুদান প্রদানকারীদের মধ্যকার আলোচনা দ্বারা নতুনভাবে Grant making এবং Fund raising কৌশল স্থির করা সম্ভব।

৬।২ সকল প্রকার আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব রাখা এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখা ভালো পরিচালনার জন্য, সমাজসেবার ক্ষেত্রে আশা করা যায় এরা নিজেদের Bench-makers স্থাপন করবে এই বিষয়গুলির দিকে নজর দেবার জন্য। যদিও একটি VO-র সঙ্গে কাজের পরিধি ও উদ্দেশ্য ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। স্বচ্ছতা এবং গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে সকল প্রতিষ্ঠান একই নিয়ম-নীতি অনুসরণ করবে এই ধারণা ভ্রান্ত। সরকার উৎসাহিত করবে সহযোগী সংগঠন এবং VO Network এবং Federation-গুলিকে এই বিষয়ে আলোচনা বজায় রাখতে এবং চেতনা বৃদ্ধিতে। বিভিন্ন এজেন্সীকে উৎসাহিত করবে উপদেশ ও পরামর্শ দ্বারা VOs দের প্রয়োজনীয় ও গ্রহণযোগ্য পথ নির্বাচনে। সরকার শ্রেষ্ঠ VOs-কে স্বীকৃতি প্রদানের দ্বারা তার কাজকে প্রচারেও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করা উচিত।

৬।৩ প্রশিক্ষণ হ'ল জনসেবার ক্ষেত্রে বাস্তু কর্মীদের জন্য বিশেষ আবশ্যক বিষয়। এই বিষয়টা উপেক্ষিত থাকে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও প্রয়াসের অভাবে বা মন্থরতার কারণে। ভালো উন্নতমানের প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ এদেশে সঠিক মূল্যায়িত হয় না। সরকার সংগঠনগুলিকে উৎসাহিত এবং সমর্থন জানাবে এই স্বেচ্ছাসেবার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মী ও সংগঠকদের জন্য। যারা ইতিমধ্যে কাজে নেমে পড়েছে এবং যারা এই কাজে অগ্রসর হতে চায়, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ও শিক্ষাকেন্দ্রে বাস্তবক্ষেত্রে আরো সদর্থক ভূমিকায় সমাজসেবা প্রশিক্ষণ কোর্স থাকা প্রয়োজন। নতুন নতুন সমাজসেবা কোর্স চালু করা দরকার।

৬।৪ নবীকরণ-আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া গ্রহণ দ্বারা কাঠামোগত, প্রকৌশলগত এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীজনিত উন্নয়ন সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা ঐক্যবদ্ধ স্বেচ্ছা প্রণোদিত কর্ম-তৎপরতার অংশ। সরকার অবশ্যই উৎসাহিত করবে এবং স্বীকৃতি দেবে Innovative এবং Pioneering work.

৬।৫ Data bases of VOs working বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন মাত্রায় যোগাযোগ স্বেচ্ছাসেবী ক্ষেত্রে বিশেষতঃ Voluntary Sector এবং সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের সমন্বয় প্রয়োজন। সরকার উপযুক্ত এজেন্সীর দ্বারা পরিচালিত করবে এবং সাম্প্রতিকতম তথ্য নথিভুক্ত দ্বারা (Update such data bases) পরিসংখ্যান সংরক্ষণ করবে।

৬।৬ সরকারের তথ্য এবং নীতি ও কর্মসূচী বিষয়ে VO-গুলির পক্ষে পূর্ব সমীক্ষা বা মতামত জ্ঞাপন সম্ভব হয় না। The websites বিভিন্ন সরকারি এজেন্সীর কাজকর্মকে ঐক্যবদ্ধ করে বিভিন্ন ডকুমেন্ট এবং ডাটাবেস্ বা পরিসংখ্যান বিশেষতঃ Project Funding Scheme বিষয়ে সাম্প্রতিকতম খবর জানাবে বা জানাতে সাহায্য করবে।

৬।৭ সরকার (কেন্দ্র ও রাজ্য) উৎসাহিত করবে স্বেচ্ছাসেবী বা সমাজকর্মীদের সরকারি প্রকল্পে অংশ নেবার জন্য যেমন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল, স্কুল, বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র, শৌচাগার স্থাপন প্রকল্প, এইড্স্ ও ম্যালেরিয়া এবং যক্ষ্মা প্রতিরোধ প্রচার ও বয়স্ক শিক্ষা অভিযান এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

The National Policy on the Voluntary Sector - 2007 হল এক নতুন যুগ শুরুর প্রথম পদক্ষেপ, যার দ্বারা সরকার ও স্বেচ্ছাসেবা ক্ষেত্রের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব বিশেষতঃ VO-সমূহের পৃথক স্বাধীন অস্তিত্ব মর্যাদা এবং কাজের স্বাধীনতাকে বিঘ্নিত না করে (Antonomy & Identity of VOs)।

- - - - - - -